উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 September 2019 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in APD

বিজেপি-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে জলকামান

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলেন অমিত শা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা বিদ্যুৎ সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিইএসসির সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসে যুব বিজেপির অভিযানকে পুলিশ আধ কিলোমিটার আগে ব্যারিকেড করে আটকে দিলে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও আশপাশের এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাধে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। উত্তাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে একসময় বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অনেকের মাথা ফেটেছে। জখম হয়েছেন ৫০ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৫ জনকে। এর মধ্যে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার দেবজিৎ সরকার প্রমুখ রয়েছেন। এই খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীনই খবর যায় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছে। তিনি তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে ওই ঘটনার কথা জানালে অমিত শা টিভি খুলে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দপ্তরে ফোন করে এ ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইতে বলেন। এদিন দিল্লিতে বিজেপির রাজ্য নেতাদের সঙ্গে সর্বভারতীয় সভাপতির বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে ঠিক হয়েছে, এনআরসি-র প্রচারে রাজ্যে আসবেন অমিত শা। দুর্গাপুজোর উদ্বোধনেও অমিত শা এবং জে পি নাড্ডাকে রাজ্য বিজেপির তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পুজোয় আসবেন। তবে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপ করবে না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এ ব্যাপারে রাজ্য সংগঠনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ওই বৈঠকে সাংগঠনিক রদবদল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিজেপি দ্রুত এই রাজ্যে সংগঠনকে মজবুত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই মতো বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় বিজেপির অভিযান সামলাতে পুলিশের জলকামান। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ সিইএসসি দপ্তরের উদ্দেশে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে মিছিল রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তা রওনা দেয় ১১টা নাগাদ। বিজেপির যুব মোর্চার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে গ্রাহকদের কাছ থেকে বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বেশি টাকা লুঠছে সিইএসসি। এরাজ্যে তারা অত্যন্ত কম দামে বিদ্যুৎ কিনে তা চড়া দামে বেচছে। এই সংস্থা অন্য রাজ্যে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ বেচলেও এরাজ্যে চড়া হারে ইউনিটপিছু দাম নিচ্ছে। মিটার রিডিংয়েও কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তারা। এই নিয়েই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল বিজেপির যুব মোর্চার। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থা। রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল তারাই ঠিক করে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।'

মিছিলটি পৌঁছোনোর আগে থেকেই পুলিশ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ই-মলের কাছে গার্ড রেল সাজিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে। ডিসি(সেন্ট্রাল) নীলকণ্ঠ সুধীর কুমার বিশাল পুলিশবাহিনী ও জলকামান নিয়ে হাজির ছিলেন। মিছিলটি ই-মলের কাছে পৌঁছোনোমাত্রই আটকানো হয়। বিজেপি সমর্থকরা ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বাধা না মেনে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ড় তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিজেপি সমর্থকদের লাঠিচার্জ করতে করতে তাড়া করে। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জখম হন। লাঠিচার্জের জন্য আশপাশের গলিতে ঢুকে পড়া বিজেপি সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে বের করে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে রাস্তার ওপর বসে 'অবস্থান বিক্ষোভ' ঘোষণা করা মাত্রই পুলিশ তাঁদেরও গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ধুন্ধুমার কাণ্ড চলতে থাকার সময়েই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে বসেই টিভিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের দপ্তরে ফোন করে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তিনি এরাজ্যের দলীয় নেতাদের বৈঠকেই ছিলেন। নিজের চোখে আন্দোলনের হাল দেখার পর তিনি রাজ্য নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

পুজোয় ইভটিজিং ঠেকাতে পুলিশের প্রমীলাবাহিনী

সুমন কাঞ্জিলাল

আলিপুরদুয়ার, ১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে আলিপুরদুয়ার শহরে মহিলাদের ছিনতাই এবং ইভটিজিং থেকে বাঁচাতে বিশেষ প্রমীলাবাহিনী নামাচ্ছে জেলা পুলিশ। এই প্রমীলাবাহিনীতে বাছাই করা মহিলা পুলিশকর্মী ও অফিসারদের শামিল করা হয়েছে। ক্যারাটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এইসমস্ত মহিলা পুলিশ যেকোনো পরিস্থিতিতে ছিনতাইবাজ এবং দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম। পুজোর মরশুমে শহরের রোমিওদের শায়েস্তা করতেও অ্যান্টি ইভটিজিং স্কোয়াড সক্রিয় থাকবে। ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকে এই প্রমীলাবাহিনী ছিনতাইবাজ এবং ইভটিজারদের উপর কড়া নজর রাখবে। পুজোর মরশুমে মহিলাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পুলিশের এমন নানা ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী।

পুজো উপলক্ষ্যে কেনাকাটাকে কেন্দ্র করে শহরে প্রচুর মহিলা চলাফেরা করেন। এই সময় শহরে একশ্রেণির দুষ্কৃতী সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের সফট টার্গেট থাকে মহিলারা। ব্যাগ থেকে শুরু করে তাঁদের অলংকার ছিনতাইয়ের ঘটনা এই সময় অনেক বেড়ে যায়। পুজোর মরশুমে রাস্তায় কিশোরী-

যুবতিদের নানাভাবে হেনস্তার ঘটনা ঘটে। গত মঙ্গলবার রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের পুরানবাজার এলাকায় বক্সা ফরেস্ট রোডে এক যুবতির শ্লীলতাহানির চেষ্টা হয়। যুবতিটি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়ার পথে আচমকা এক অপরিচিত যুবক তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। যুবতির চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। যুবকটিকে হাতেনাতে ধরা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আলিপুরদুয়ার থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি প্রবীণ প্রধান বলেন, 'এমন একটি ঘটনার কথা শুনলেও থানায় এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পুজোর আগে ইভটিজিং রুখতে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যে শহরে অভিযান শুরু করা হয়েছে। পুজোর আগে কোনো দুষ্কৃতী বা অপরাধচক্র যাতে শহরে আস্তানা গাড়তে না পারে সেই দিকেও নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই সপ্তাহ ধরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাতে অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। বিশেষ করে শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড সহ নানা পার্ক, খেলার মাঠ, রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে শহর ও শহর সংলগ্ন একাধিক মদের ঠেকেও অভিযান চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ অফিসারদের একাংশ জানান, পুজোর আগে এই সমস্ত জায়গায় অপরাধচক্রের লোকজন জমায়েত হয়। সেখান থেকেই নানা অপরাধমূলক কাজের ছক কষা হয়। পুজোর মরশুমে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ।

এরপর বারোর পাতায়

অসমে এনআরসি'র তথ্য জোগাড় করছে জেলাপরিষদ

ভাস্কর শর্মা ● আলিপুরদুয়ার

১১ সেপ্টেম্বর : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)'র তালিকায় আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে অসমে যাওয়া প্রচুর মানুষের নাম ওঠেনি। বিশেষ করে, এই জেলা থেকে যেসব মেয়ের অসমে বিয়ে হয়েছে তাঁদের অনেকেরই তালিকায় নাম ওঠেনি। তাঁদের বিষয়ে এবার তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ। আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদের সভাধিপতি শীলা দাসসরকার বলেছেন, 'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের বিভিন্ন নথি দেওয়া ছাড়াও আইনি সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি এই সংক্রান্ত সব তথ্য আগামী এক মাসের মধ্যে সংগ্রহ করে নবান্নে পাঠানো হবে। জেলাপরিষদের এমন উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি পঞ্জিকরণ তালিকায় নাম না ওঠা এই জেলা থেকে অসমে যাওয়া ব্যক্তিরা ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন।

কয়েকদিন আগে অসমে এনআরসি'র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়েছে। ওই তালিকায় প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়েছে। এই বাদ পড়াদের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রচুর মেয়েরও নাম রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই বিয়ের সূত্রে বর্তমানে অসমে রয়েছেন। মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা ভেবে চিন্তিত আলিপুরদুয়ারের পরিবারগুলি।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমে যখন এনআরসি'র কাজ চলছিল তখন এই জেলা থেকে যাঁদের অসমে বিয়ে হয়েছে তাঁরা অনেকেই প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে গিয়েছেন। এজন্য আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় একটি অফিস খোলা হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস থেকে নথিপত্র নিয়ে এসে ডুয়ার্সকন্যায় তা জমা করে প্রয়োজনীয় কাগজ নিতে হয়েছে তাঁদের। ওই নথিপত্র তাঁরা অসমের এনআরসি'র ক্যাম্পেও জমা করেছেন। কিন্তু অসমে এনআরসি'র তালিকায় দেখা গিয়েছে, এই জেলার প্রচুর মেয়ের বা জেলা থেকে অসমে চলে যাওয়া বহু মানুষের নাম সেখানে নেই। বিষয়টি জানাজানি হতেই এবার আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ তাঁদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

> **আমরা জেলার ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই অনুরোধ করেছি যাঁরা পঞ্চায়েতগুলি থেকে এনআরসি'র জন্য কাগজপত্র নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাদের নাম ওই তালিকায় উঠেছে আর কাদের নাম ওঠেনি তার একটা তালিকা তৈরি করে আমাদের দিতে।**
>
> **–শীলা দাসসরকার**
> *সভাধিপতি*

আলিপুরদুয়ার জেলাপরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় মোট ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এই জেলা থেকে যাঁরা অসমে চলে গিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময় জেলার কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। সেই সংক্রান্ত কাগজ যাঁরা জমা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কারও নাম তালিকায় উঠেছে আবার কারও নাম উঠেনি। যাঁদের নাম ওই তালিকায় ওঠেনি তাঁদের সম্পর্কেই তথ্য জোগাড় করছে জেলাপরিষদ।

জেলাপরিষদের সভাধিপতি শীলা দাসসরকার বলেন, 'আমরা জেলার ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই অনুরোধ করেছি যাঁরা পঞ্চায়েতগুলি থেকে এনআরসি'র জন্য কাগজপত্র নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাদের নাম ওই তালিকায় উঠেছে আর কাদের নাম ওঠেনি তার একটা তালিকা তৈরি করে আমাদের দিতে। পঞ্চায়েতগুলি ওই তালিকা আমাদের দিলে সেই তালিকা আমরা নবান্নে পাঠাব। বিশেষ করে যাঁদের নাম এনআরসি তালিকায় ওঠেনি তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেওয়া থেকে আইনি সহায়তাও দেওয়া হবে। গোটা বিষয়টিই খোদ মুখ্যমন্ত্রী দেখবেন।'

আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত রায় বলেন, 'আমরাও চাই প্রকৃত ভারতীয়র নাম এনআরসি'র তালিকা থেকে যেন বাদ না যায়। এই জেলা থেকে অসমে বিয়ে হয়েছে বা সেখানে পাকাপাকিভাবে চলে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে যাঁদের তালিকায় নাম উঠেনি তাঁদের আমরা সব ধরনের সাহায্য করব।'

যান্ত্রিক গোলযোগে পাম্প বন্ধ

দু'দিন ধরে পানীয় জল পাচ্ছে না সাতটি গ্রাম

সুভাষ বর্মন ● ফালাকাটা

১১ সেপ্টেম্বর : যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে দু'দিন ধরে নলবাহিত পানীয় জল পরিসেবা বন্ধ রয়েছে ফালাকাটার সাত গ্রামে। জল না পাওয়ায় ক্ষোভ ছড়াচ্ছে বাবুরহাট, কালীপুর বাঁধের পাড়, আসাম মোড়, উত্তর কালীপুর, দক্ষিণ কালীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বংশীধরপুরে। গ্রামগুলির প্রায় দশ হাজার মানুষ জলের জন্য চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। হাতেগোনা কয়েকজন জল কিনে খেলেও অধিকাংশই নলকূপের আয়রনযুক্ত দূষিত জল খাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার দু-তিন কিমি দূরে মেজবিল,পলাশবাড়ি এলাকায় গিয়ে পিএইচই-র জল নিয়ে আসছেন। অবিলম্বে পরিসেবা স্বাভাবিক না হলে বাসিন্দারা আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন। বারবার এই জল পরিসেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও। ফালাকাটার বিডিও সুপ্রতীক মজুমদার পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পিএইচই সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বপন ঘোষ বলেন, 'যান্ত্রিক সমস্যা মিটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে জল পরিসেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

গত বছর শহর লাগোয়া ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি বুথ এলাকায় নলবাহিত জল পরিসেবা চালু হয়। এজন্য ফালাকাটা-সোনাপুর জাতীয় সড়কের আসাম মোড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকায় বিশাল রিজার্ভার তৈরি হয়। এই প্রকল্পটি এখনও পিএইচই-কে হস্তান্তর করা হয়নি। এখনও জল পরিসেবা ও পাইপলাইন দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। লোকসভা ভোটের আগে চার লেনের মহাসড়কের কাজের জন্য কয়েক জায়গায় পানীয় জলের পাইপ ভেঙে যাওয়ায় কাদম্বিনী চা বাগান ও সাইনবোর্ড এলাকায় এখনও এই প্রকল্পের জল পরিসেবা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। বাকি গ্রামগুলিতেও পরিসেবা মাঝেমধ্যেই বিঘ্নিত হচ্ছে। এর আগে দু'দফায় তিন-চারদিন করে জল পরিসেবা বন্ধ ছিল। এজন্য পথ অবরোধও করেছিলেন কালীপুরের মহিলারা। সোমবার থেকে আবার সমস্যা শুরু হয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার পুরোপুরি জল পরিসেবা বন্ধ ছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এই দু'দিন জলের পাত্র নিয়ে স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে ভিড় করেছেন বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে জল না পেয়ে তাঁদের অনেকে ফিরে গিয়েছেন। বুধবার বিকেলে কালীপুরের বালুরঘাটে একটি স্ট্যান্ডপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে গৃহবধূ কল্পনা দাস বলেন, 'দু'দিন ধরে জল নিতে এসে ঘুরে যাচ্ছি। বাধ্য হয়ে নলকূপের আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই এভাবে জল বন্ধ থাকে।' আরেক বাসিন্দা আসাম মোড়ের সঞ্জয় সরকার বলেন, 'রিজার্ভারের পাশে থেকেও জল পাচ্ছি না।' উত্তর কালীপুর গ্রামের বাবুপাড়ার বাবুল সরকার জানান, বাধ্য হয়ে মেজবিল, পলাশবাড়ি গিয়ে পিএইচই-র জল নিয়ে আসছেন। রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি বাবুরহাটের দীপক সরকার বলেন, 'হঠাৎ জল বন্ধ হওয়ায় এলাকার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন। দু-একজন জারের জল কিনে খেলেও বাকি সবাই নলকূপের দূষিত জলই খাচ্ছেন।' উত্তর কালীপুরের পঞ্চায়েত সদস্যা পম্পি সরকার রায় বলেন, 'মাঝেমধ্যেই এভাবে জল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের। জল বন্ধ থাকার কারণও জানা যাচ্ছে না।'

স্থানীয় পাম্প অপারেটর কৃষ্ণ বর্মন অবশ্য বলেন, 'রিজার্ভারের বাইরে ও ভিতরে বিদ্যুতের বোর্ডে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সমস্যা হচ্ছিল। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পিএইচই সেকশনের শিলিগুড়ির কর্মীরা এসে এদিনই সব কিছু ঠিক করে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার থেকে জল পরিসেবা স্বাভাবিক থাকবে।'

কালীপুরের বালুরঘাটে জল নিতে বাসিন্দারা ভিড় করলেও জল মিলছে না। –সংবাদচিত্র

পুজো সংখ্যার স্বাদ মিশেছে বাঙালির রক্তে

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
লেখক

শারদোৎসবের যত অনুষঙ্গ আছে পুজো সংখ্যা তার মধ্যে একটি। পুজোর ছুটিতে পছন্দের পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ডুবে যাওয়া মননশীল বাঙালির কাছে এক আলাদা আকর্ষণ। ৩০-৩৫ বছর আগেও পুজো সংখ্যা ছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে ছিল বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। সেসময় বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল হরেকরকম পত্রপত্রিকা। ধারাবাহিক উপন্যাস, ভালো গল্প, কবিতা কিংবা মননশীল প্রবন্ধপাঠের সুযোগ মিলত সে সব পত্রিকায়। সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম প্রিয় পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য।

সমসাময়িক লেখকরা কে কেমন লিখছেন সেটা জানার আগ্রহ থেকে অনেকগুলি পুজো সংখ্যা কিনে ফেলি প্রতিবছর। সময়ের অভাবে সব আর পড়া হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের স্কুলবেলায় পুজোর ছুটি কাটত আনন্দমেলা বা কিশোর ভারতীর পুজো সংখ্যায় ডুবে থেকে। দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হত হার্ডবাউন্ড পুজো সংখ্যা। লিখতেন সেসময়ের নামজাদা লেখক-সাহিত্যিকরা। থান ইটের মতো একটা গোটা বই পড়া হয়ে যেত দু'চারদিনে। তখন অবসর ছিল পাঠকের। ঘড়ি ধরে লেখার ব্যস্ততা ছিল না লেখকদেরও। কোনো না কোনো সম্পাদকের বিবেচনা থেকে উঠে আসতে পারতেন অখ্যাত লেখক। তাঁদের নির্বাচনে

থাকত না সাহিত্যগুণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পক্ষপাত।

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একদা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'পূর্বাশা', 'অগ্রণী', 'মাসিক বসুমতী'র মতো পত্রিকা ছিল। কিন্তু সারাবছর ধরে সৃষ্টিশীল লেখকদের লেখা ছেপে যেতে পারে এমন পত্রিকার সংখ্যা এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। পালটে গিয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের ম্যাগাজিনের ধরন। এমন অনিশ্চিত সময়ে কিছুটা বাঁচার পথ দেখিয়েছে পুজো সংখ্যাই। সাহিত্যিক ও সাহিত্য পাঠকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির সূত্রটি পুজো সংখ্যা না থাকলে হারিয়ে যেত। এক হিসেবে পুজো সংখ্যাই এখন জোগান দেয় বাঙালির সাহিত্যপাঠের খোরাকের মোটা অংশ। লেখকরাও নিজেদের তৈরি রাখেন সেভাবে।

ছাপার কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পুজো সংখ্যার দাম। পাল্লা দিয়ে কমে আসছে ক্রেতার সংখ্যা। কিছু পরিবারকে জানি, যাঁরা পাঁচ বছর আগেও কিনতেন তিন-চারটি পুজো সংখ্যা। এখন কেউ কেনেন একটি, কেউ দুটি। কিছুই কিনবেন না ভেবেও কেউ শেষপর্যন্ত কিনে ফেলেন একটি। আসলে পুজোর মতোই পুজো সংখ্যার স্বাদ ঢুকে গিয়েছে বাঙালির রক্তে ও অভ্যাসে।

গত বছর এক ডজন পুজো সংখ্যা কিনেছিলাম। সেগুলি ঘাঁটতে গিয়ে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি চোখে পড়ল তা হল, প্রতিটি পত্রিকাতেই উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনি প্রকাশের দিকে ঝোঁক। এই প্রবণতার এমন অর্থ করে নেওয়া যায় যে, পুজো সংখ্যা নাম দিয়ে প্রকাশকরা যা উপহার দিচ্ছেন পাঠককে, তা আসলে উপন্যাস সংখ্যা। নিজে গল্প, উপন্যাসের লেখক হয়ে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শুধুই উপন্যাস বা কাহিনিধর্মী রচনা প্রকাশের এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি সুবিচার করে না। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক রচনাপাঠে বাঙালির আগ্রহ আর নেই।

আশা করা যায়, পুজো সংখ্যার পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও মননশীলতার অভাবজনিত এই দৈন্যের দিকটি সামাল দিতে এগিয়ে আসবেন প্রকাশকরা। কারণ ঝুঁকির দায় নিতে হয় তাঁদেরই। পাঠকের মনে পুজো সংখ্যার নেশাটি নিখুঁতভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে রুচিবদল ঘটালে লাভবান হবেন উপন্যাসের লেখকরাও। উপকৃত হবেন পাঠক। কেননা সৎ সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় মননশীলতার ও সাহিত্যবোধের। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণাও থাকা জরুরি।